ISSN2278-1978

সাহিত্য বিচারী

সাহিত্য-সংস্কৃতিতে ঈশ্বর ভাবনা

উৎসব সংখ্যা ১৪২৬

নবকলেবর
ত্রিংশতি সংখ্যা
শ্রীশ্রী সারদামাতা জন্মতিথি, ১ লা পৌষ, ১৪২৬
১৮ ই ডিসেম্বর, ২০১৯

পরিচালন সমিতি
প্রধান উপদেষ্টা ঃ ড. তরুণ মুখোপাধ্যায়
সম্পাদকমণ্ডলী ঃ অধ্যাপিকা কৃষ্ণা বসু, ডঃ সুনীল দাশ, জ্যোতির্ময় দাশ, ডঃ ঋতম্ মুখোপাধ্যায়, অধ্যাপিকা অমৃতা ঘোষাল।

প্রকাশক ও সম্পাদকের দপ্তর
রঞ্জনা মিত্র
ডি এল ৯৯, সেক্টর ২, বিধাননগর, কলকাতা - ৭০০ ০৯১
চলভাষ ঃ ৯৮৩১৮২৯৫৬৩ দূরভাষ ঃ (০৩৩) ২৩৫৯ ১৭১৬

প্রচ্ছদ শিল্পী
অমিত মণ্ডল

অক্ষর বিন্যাস
পাপু চক্রবর্তী
শিশির মার্কেট, শিয়ালদহ, কলকাতা

মুদ্রক
এ. জি. অফসেট
৭/১, গুরুদাস দত্ত গার্ডেন, কলকাতা - ৭০০ ০৭৮

বিনিময় মূল্য
৮০ টাকা (আশি টাকা) মাত্র

সূচীপত্র

সম্পাদকীয়

শতবর্ষ
হুইটম্যান ও রবীন্দ্রনাথ — উজ্জ্বলকুমার মজুমদার ০৫
একাকীর একতারা — শুভেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ১১

প্রবন্ধ
মহর্ষির ঈশ্বর-ভাবনা — সুনীল দাশ ১৭
নিরুপমা দেবী ও তাঁর সাহিত্যে ঈশ্বর-ভাবনা — নিশীথ রায়চৌধুরী ২৬
ঈশ্বর ও কবি তারপদ রায় — তরুণ মুখোপাধ্যায় ৩৩
ঈশ্বর, বধূ, নিবেদন আর চণ্ডীদাস — অমৃতা ঘোষাল ৩৭
কবির ঈশ্বর : শৈলীগত স্বাতন্ত্র্যের খোঁজে — ঋতম্ মুখোপাধ্যায় ৪০
স্বামী বিবেকানন্দের কাব্যদর্শন — রঞ্জনা মিত্র ৫০
রসময়ী শ্রীরাধিকে — সুস্মিতা সাহা ৫৭
ঈশ্বরচেতনালোকে দুই কবি : সুধীন্দ্রনাথ ঠাকুর ও প্রিয়ংবদা দেবী — হুসনে বানু ৬১

কবিতাগুচ্ছ ৬৬
● গোবিন্দ ভট্টাচার্য ● ঊর্মিলা চক্রবর্তী ● তাপসী আচার্য
● অভিজিৎ পালচৌধুরী ● জয়তী রায় ● সুপ্রভাত সরকার

ভ্রমণ
ভ্রমণে সাধুসঙ্গ ও ঈশ্বরানুভূতি— রথীন ঘোষ ৬৯

পুস্তক পর্যালোচনা
বাংলা প্রকাশনার সেকাল ও একাল।। মুকুল গুহ।।
প্রকাশক : সাহিত্যলোক।। — আকাশ বিশ্বাস ৮৩
স্মৃতিশঙ্খে ফুঁ।। শীতল চৌধুরী।। প্রকাশক : পূর্ণ প্রতিমা প্রকাশনী।।
— নীলাঞ্জনা হাজরা ৮৭

ঈশ্বর, বধূঁ, নিবেদন আর চন্ডীদাস

অমৃতা ঘোষাল

ঈশ্বর দার্শনিক নন। দর্শন মানবাত্মার নিজস্ব রীতি। সেই রীতিতে নানা রূপক, নানা লক্ষণ। প্রত্যেকের কাছেই সৃজনমূলক নীতির উৎসে কোনও এক পরমকারণবাদের অস্তিত্ব রয়েছে। রাধার কাছে সেই 'পরমকারণ'-টি ছিলেন শ্রীকৃষ্ণ। রামী রজকিনীর গুণমুগ্ধ রূপমুগ্ধ প্রেমিকটি সেই 'পরমকারণ'-কে অনুভব করলেন। 'নিবেদন' পর্যায়ের স্রোতে ভেসে মোক্ষম প্রশ্ন— 'সত্ত্বা'-র স্বরূপ কী? এ প্রশ্ন কী অধিবিদ্যাগত নাকি ধর্মতত্ত্ব বিষয়ক? আসল কথা হলো 'Phenomenon' আর 'Logos'-কে 'Self'-এর সঙ্গে অন্বিত করতে হবে। তাহলেই হয়তো 'ঈশ্বর-ভাবনা' প্রকট হয়ে উঠবে খুব সাবলীলভাবেই।

জীবন হয়তো কিছু উপবৃত্তের সমষ্টি। জীবন থেকে মরণ, জন্ম থেকে জন্মান্তর ঘুরে চলেছে নির্দিষ্ট চক্ররেখায়। সেখানে স্বচ্ছতোয়া নদীর মতোই বয়ে চলেছে অন্বীক্ষায় ভরপুর প্রাণ-সলিল। 'প্রাণনাথ'-এর অন্বেষণ। এ প্রাণনাথ শুধু শ্রীকৃষ্ণ নাকি জীবনের পরম কোনও সত্য! 'নাথ' শব্দের সাধারণভাবে অর্থ 'প্রভু', 'স্বামী', 'অধিপতি', 'পালক', 'রক্ষক' প্রভৃতি। তাই 'বধূঁ কি আর বলিব আমি' শীর্ষক পদে চন্ডীদাস কৃষ্ণকেই করে তুলেছেন রাধিকার পরমেশ্বর। তাই 'প্রাণনাথ'-এর চরণে নিজ হৃদি-পদ্মকে সাজিয়ে তুললেন শ্রীরাধা। 'চরণে' আর 'পরাণে' মিলে গড়ে উঠল অচ্ছেদ্য এক বন্ধন। তাই আত্মনিবেদনের সুরে শোনা গেল দাস্যরতির ধ্বনি-ঝংকার। ঈশ্বরকে কী সত্যিই গাঢ় স্পর্শের অধিকার ভক্তের থাকে! নাকি চরণতলে নিমজ্জিত হয়ে ভক্তকে নিজেকেই খুঁজে নিতে হয় স্বর্গীয় স্পর্শসুখ। তার জন্যে প্রয়োজন নিষ্ঠা, অধ্যাবসায়, একাগ্রতা। ঈশ্বরের ধ্যান-জ্ঞানে নিজেকে একেবারে মগ্ন করে এ পথে অগ্রণী হতে হবে। এ যাত্রা 'আমি'-র থেকে 'তুমি'-র দিকে। সেতুটি বড়ো স্বচ্ছ, একটা গভীর আত্মপ্রত্যয়ের উপাদান দিয়েই শুধু নির্মিত। চন্ডীদাসের কাতর স্বরটুকু বড়ো মর্মস্পর্শী—

"বধূঁ কি আর বলিব আমি।
জীবনে মরণে জনমে জনমে
প্রাণনাথ হৈও তুমি।।
তোমার চরণে আমার পরাণে
লাগিল প্রেমের ফাঁসি।
সর্ব সমপিয়া একমন হৈয়া
নিশ্চয় হইলু দাসী।।"

[সুকুমার সেন (সংকলিত), 'বৈষ্ণব পদাবলী', ২০১৫, সাহিত্য অকাদেমী, নিউ দিল্লী, পৃ: ১১]